যায়যায়দিন

22 MAY 2008

বিটিভির ২৪ ঘণ্টা শিক্ষামূলক চ্যানেল সরকারের উদ্যোগ যেন ব্যর্থ না হয়

দেশে অসংখ্য নতুন টিভি চ্যানেল এলেও এখনো দর্শকসংখ্যা বিবেচনায় সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি। কারণ, একমাত্র বিটিভিই পারে টেরিস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে। যা স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে শহর-গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এখনো তাদের বিনোদনের বড় মাধ্যম হিসেবে বিটিভির ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, অল্প কিছু মানুষের কাছে পৌঁছালেও সুন্দর এবং মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান নির্মাণ করে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তা বিটিভি পারেনি।

দেশের মানুষকে ভালো ও মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার দায়বদ্ধতা বিটিভিরই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু, রাজনৈতিক সরকারগুলোর নগ্ন দলীয়করণের কারণে অতীতে বিটিভি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সরকার সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক পরিবর্তন ঘটালেও বিটিভির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। যা দর্শকদের হতাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ বটে।

সম্প্রতি শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, দূরশিক্ষণ কর্মসূচিকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) দ্বিতীয় চ্যানেলটিকে ২৪ ঘণ্টা শিক্ষামূলক চ্যানেল করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বিটিভির দ্বিতীয় চ্যানেলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ চ্যানেলে রূপান্তর করার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে তা বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য অবশ্যই খুশির সংবাদ।

সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে, সন্দেহ নেই। শিক্ষামূলক এ চ্যানেলটিই হতে পারে দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষালয়। যেখানে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের জন্যই থাকবে শিক্ষা এবং নৈতিকতার আলো। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, শিক্ষামূলক চ্যানেলে যদি বিনোদন না থাকে তাহলে দর্শক তা দেখে আনন্দ পাবে না। তাই নতুন চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষা এবং বিনোদন উভয়ের চমৎকার সমন্বয় থাকে।

মনে রাখতে হবে, চ্যানেলটি করা যতোটুকু কঠিন তার চেয়ে আরো কঠিন হবে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলা। নতুন চ্যানেলের নতুন দর্শক তৈরি না হলে উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই অনুষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মানুষ দেখতে আগ্রহী হয়। তবেই সরকারের এ উদ্যোগ সফল হবে। এ জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন চ্যানেলের সর্ব পর্যায়ে যোগ্য ও সৃজনশীল লোক নিয়োগ করা, যাদের ছোঁয়ায় বিটিভির দ্বিতীয় চ্যানেল হয়ে উঠবে জনগণের কণ্ঠস্বর। এতে মানুষ বুঝতে পারবে একটি চমৎকার চ্যানেল উপহার দেয়া সরকারের পক্ষেও সম্ভব।

অতীত সরকারগুলো বিটিভিকে দলীয় উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে গিয়ে যোগ্যতার বিচার না করে নিজেদের লোক ঢুকিয়েছে। এমনকি যোগ্যহীন লোকদের দায়িত্ব দিয়ে বিটিভি ওয়ার্ল্ড-এর মতো একটি স্যাটেলাইট চ্যানেলকে কার্যত অগ্রহণযোগ্য করে রাখা হয়েছে। এ চ্যানেলটির ক্ষেত্রে তেমনটি যেন না হয়। একইভাবে অনুষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা ও মানগত দিক লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকারের এমন একটি মহান উদ্যোগের সাফল্য দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশের মানুষ।